দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...22 MAR 1988...
পৃষ্ঠা... ...1... কলাম 2 ...

(14

নবম ও দশম শ্রেণীতে ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও প্রাইভেট টিউশন বন্ধ করার সুপারিশ

॥ আবুল কাসেম ॥

অধ্যাপক মফিজউদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় শিক্ষা কমিশন নবম ও দশম শ্রেণীতে ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক এবং আইন প্রণয়ন করে প্রাইভেট টিউশন বন্ধ করার সুপারিশ করেছে।

দেশের ৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলরগণসহ ৩০ জন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও চিন্তাশীল ব্যক্তি নিয়ে গঠিত কমিশন কলেজের তত্ত্বাবধান ও পরিচালন এবং অনুমোদন প্রদানের জন্য অনুমোদনকারী স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং দু'বছরের পরিবর্তে ৩ বছরের ডিগ্রী কোর্স প্রবর্তনের প্রস্তাব করেছে।

বর্তমানে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক। বাংলা ভাষার মাধ্যমে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী ছাত্রদেরকে তাদের ধর্মীয় শিক্ষা দেয়া হয়। এখন নবম ও দশম শ্রেণীতে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করা যেতে পারে। কমিশন এ বিষয়কে ২ ভাগে ভাগ করেছে। প্রথম ভাগের ধর্মীয় শিক্ষার জন্য ৫০ নম্বর এবং দ্বিতীয় ভাগের নৈতিক শিক্ষার জন্যও ৫০ নম্বর রাখা হয়েছে।

প্রাইভেট টিউশন সম্পর্কে (শেষ পৃ: ৩-এর ক: দ্র:)

নবম ও দশম শ্রেণী

(১ম পাতার পর)

কমিশন অভিমত প্রকাশ করে যে, আমাদের বিদ্যালয়গুলোতে উপযুক্ত ও দায়িত্বশীল শিক্ষকের অভাবে সারাদেশে ব্যাপকভাবে নীতি বিগর্হিত প্রাইভেট টিউশন চালু হয়েছে। অনতিবিলম্বে এ সামাজিক ব্যাধির নিরসন প্রয়োজন। শিক্ষকরা যাতে প্রাইভেট টিউশনে আগ্রহী না হন, এজন্য বাড়তি আর্থিক সুবিধা প্রদানের জন্য কমিশন সুপারিশ করেছে।

কমিশন প্রতি বিষয়ের পাঠ্যসূচীকে সারা বছরের কার্যদিবস অনুযায়ী নির্দিষ্টভাবে ভাগ করে পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করার, ঘন ঘন পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে পাঠদানের কার্যকারিতা যাচাই করা, পাঠ পরিকল্পনা অনুযায়ী শিক্ষক কর্তৃক নির্দিষ্টসংখ্যক পাঠদান নিশ্চিতকরণ এবং অন্যান্য দেশের ন্যায় শিক্ষকদের জন্য নির্দিষ্ট শিক্ষাক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও শ্রেণীবিন্যাসকরণ প্রথা চালু করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে।

কমিশন পহেলা মাঘ শিক্ষক দিবস পালন করা উচিত বলে অভিমত প্রকাশ করে।

কলেজ শিক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা উল্লেখ করে কমিশন মত দেয় যে, ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় নিজ নিজ সমস্যা নিয়ে এতো বেশী ব্যস্ত যে, তাদের অনুমোদিত কলেজগুলোর সমস্যাবলী ও শিক্ষার মানের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় মনোযোগ দেয়ার সময় ও সুযোগের অভাব দেখা দিয়েছে। অনুমোদিত কলেজগুলোতে ছাত্র ভর্তি, শিক্ষক নিয়োগ, পরীক্ষা পরিচালনা এবং তাদের আর্থিক ও প্রশাসনিক ব্যাপারে সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। ফলে কলেজগুলোতে শিক্ষার মানের দ্রুত অবনতি ঘটছে এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে আজ যে অসন্তুষ্টি বিরাজমান এটা তার একটি বিশেষ কারণ। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষাদানের সঙ্গে অনুমোদিত কলেজসমূহের শিক্ষাদানের কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বিভিন্ন কলেজের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী অনুমোদন এবং চূড়ান্ত প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ করে। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষকদের গবেষণা ও শিক্ষাদানের কাজ ব্যাহত হয়। স্বভাবতই তারা কলেজের কাজের প্রতি সর্বতোভাবে প্রচেষ্টা নিয়োগ করতে পারেন না। তাই বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ কলেজগুলোর শিক্ষারমানের অবনতি রোধ করতে পারছে না।

কমিশন তাদের রিপোর্টে উল্লেখ করে যে, পৃথিবীর কোথায়ও এখন দু'বছরের ডিগ্রী কোর্স নেই। কমিশন অভিমত ব্যক্ত করে যে, উচ্চ মাধ্যমিক অর্থাৎ একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী ক্রমানুয়ে উন্নত মানের উচ্চ বিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। কলেজে কেবল স্নাতক শিক্ষা দান করা হবে। কলেজ শিক্ষকগণ তখন কেবল উক্ত শিক্ষার পাঠদানে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করতে পারলে তাদের শিক্ষাদানের মান অপেক্ষাকৃত উন্নত হবে এবং কলেজে উক্ত শিক্ষালাভে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের জন্য পর্যাপ্ত স্থানও করা যাবে।

কমিশন প্রতিটি সাবেক জেলায় একটি কলেজকে এবং রাজধানী ও বিভাগীয় শহরগুলোতে একবা একাধিক কলেজকে পর্যায়ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করার সুপারিশ করে। কমিশন দু' হাজার সালে প্রাইমারী শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করার সুপারিশ করে।

৩৫০ জন বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষাবিদ বিভিন্ন স্তরের বিশিষ্ট লোকদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে শিক্ষাক্ষেত্রের ১৪টি বিষয়ের ওপর মতামত ও সুপারিশ পেশ করে। ১৯৮৭ সনের এপ্রিলে গঠিত কমিশন গত ফেব্রুয়ারীর শেষদিকে সরকারের নিকট রিপোর্ট পেশ করে।